দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

# সুশিক্ষায় অভিভাবকের দায়িত্ব

মাহমুদুল বাসার

প্রমথ চৌধুরী 'বই পড়' প্রবন্ধে মুখস্থবিদ্যা ও নোট প্রবণতার কুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, আমাদের দেশে এক শ্রেণীর অবুঝ মা আছেন যাঁরা শিশুসন্তানদের জোর করে দুধ খাওয়ান। শিশু কি পরিমাণ খেতে পারে সে ধারণা মায়েদের নেই। ভাবেন, শুধু গেলাতে পারলেই হলো। তাই খাওয়ানোর সময় বলেন, "আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখো, এই ঢোক, আর এক ঢোক ইত্যাদি।" প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "মাতার উদ্দেশ্য খুব সাধু, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন।"

আমাদের দেশের অভিভাবকরাও অনুরূপ অবুঝ মাতার মতো নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতের মাথা খেতে দ্বিধাবোধ করেন না। এ দেশের অধিকাংশ অভিভাবক সন্তানদের সুশিক্ষায় যথার্থ দায়িত্ব পালন করেন না। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে সুশিক্ষাটা সম্পূর্ণ পরিবারকেন্দ্রিক। আর একথাটা আমাদের দেশেই প্রযোজ্য বেশি যে, "একজন শিক্ষিত মা একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে পারে।" অবশ্য সন্তানকে সুশিক্ষিত করার ব্যাপারে পিতা-মাতা উভয়েরই সমান কর্তব্য আছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা মাতাপিতারা কি আমাদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করছি? অতি অল্পই তা করছি। যাঁরা করছেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে মাতাপিতার দুঃখ ঘোচাতে সক্ষম হচ্ছে। আর যাঁরা পারছেন না তাদের ছেলেমেয়েরা বখাটে, ভবঘুরে, মস্তান ও চাঁদাবাজ হয়ে সমাজের আপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথবা পিস্তল বা ছুরি উঁচিয়ে নকল করে পাস করে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হচ্ছে। যখন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাবে তখন পেট থেকে ক-অক্ষর গো-মাংসও বের হবে না। তারপর বলা হবে, "মামার জোর না থাকলে চাকরি হয় না।"

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা না বললেই নয়। শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে আমি একটি ইনস্যুরেন্স অফিসে বসে সময় কাটাই। সেদিন এসএসসিতে প্রথম বিভাগ পাওয়া কলেজে পড়ুয়া একটি ছেলে এলো চাকরির জন্য। তাকে বলা হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নাম বাংলা ও ইংরেজীতে লেখার জন্য। সে বাংলায় লিখল, "আবদুর রহমান বিশ্বাস" আর ইংরেজীতে লিখল "Abdul Raman bisas।"

এই সর্বনাশা অজ্ঞতার জন্য শুধু অই ছাত্রই দায়ী না। মূল আসামী আমরা যাঁরা অভিভাবক। অভিভাবকরা যে কোন উপায়েই হোক পাশ চান, সুশিক্ষা চান না। মেয়েটাকে একটা পয়সাওয়ালা পুরুষের হাতে সঁপে দেবার সময় বলতে পারলেই হলো, আমার মেয়েটা আই-এ বা বি-এ। আর ছেলেটাকে অভিভাবকরা বাধ্য করেন ব্লেড দিয়ে বইয়ের পাতা কাটতে।

সরকারকে দায়ী করা, সমাজকে দোষারোপ করা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। গরিব দেশের সরকার তার সুনাম কুড়াবার জন্য শিক্ষা খাতে একেবারে কম টাকা ব্যয় করছে, এ কথা বললে বিবেককে ফাঁকি দেয়া হবে। আমরা আমাদের আয় থেকে সন্তানের শিক্ষাতে কতটুকু ব্যয় করছি? আমরা আমাদের সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তুলবার জন্য কতটুকু সময় নেই? কতটুক ত্যাগ স্বীকার করি? এর উত্তর মোটেও সন্তোষজনক নয়।

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষাটাই শিক্ষার ভিত মজবুত করে। আমাদের অভিভাবকরা প্রাইমারি স্কুলে শিশুদের ভর্তি করিয়ে দিয়েই খালাস। ভাবেন, স্কুলের শিক্ষকরা সব শিখিয়ে দেবেন। বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। শত শত ছেলেমেয়েকে খুব যত্নের সাথে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে, ভালভাবে শেখানো স্কুলশিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বছরের গোড়া থেকে শিশুর জন্য দায়িত্বশীল গৃহশিক্ষক রাখা বাঞ্ছনীয়। সেই সাথে অভিভাবকও সম্পূরক দায়িত্ব পালন করবেন। তাহলেই গোড়া থেকে শিশুরা খাঁটি শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল হবে।

তা না করে পরীক্ষার এক মাস আগে গৃহশিক্ষক যাঁরা রাখেন, তাঁদের উদ্দেশ্য অসাধু। আবার শিক্ষকদের বলেন, "আমার শিশুর প্রতি খেয়াল রাখবেন।" অর্থাৎ শিশুটাকে মাগনা পাস করিয়ে দেবার ছন্নছাড়া আব্দার করেন। আবার দেখি পরীক্ষার সময় গৃহশিক্ষককে বাধ্য করেন শিশুকে বলে দিতে। কখনও দেখা যায় নিজেই তিন লক্ষে শিশুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছেন। নিজের সন্তানের ভবিষ্যত হত্যা করার বদ নেশা আমাদের দেশের অভিভাবকদেরই আছে। উন্নত দেশগুলোতে তা কল্পনাও করা যায় না।

এবার কলেজের কথা বলি। আমি যেহেতু মফস্বল এলাকার শিক্ষক, সেহেতু সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলব।

অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের কলেজে ভর্তি করিয়ে ভাবেন, ছেলেমেয়ে 'লায়েক' হয়ে গেছে, কলেজে পড়ুয়াদের শাসন করা যায় না। ওরা যা খুশি তাই করুক এবং যথারীতি যা খুশি তাই আরম্ভ করে দেয়। সচেতন অভিভাবক এটা মানতে পারেন না। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদেরও উপযুক্ত শাসন করেন। এজন্যই তাঁদের ছেলেমেয়েরা কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। লক্ষ্য করেছি, নির্লজ্জ অভিভাবকরা শিক্ষকদের বাসায় আসেন পরীক্ষার কয়েকদিন আগে। সরাসরি প্রস্তাব করেন, নকল পৌঁছে দেবার জন্য। এইসব অভিভাবক দীর্ঘ দু'বছরে এক দণ্ডের জন্যও খোঁজ নেননি, তাঁর ছেলে বা মেয়ে কি পড়ালেখা করে। আবার এও দেখি, স্বয়ং অভিভাবক পলিথিনের ব্যাগে করে নোটবই নিয়ে এসেছে পরীক্ষার হলে সাপ্লাই দেবার জন্য। বাংলাদেশে এইসব অভিভাবকের সংখ্যাই বেশি।

এ কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে যে, অধ্যয়ন স্পৃহাটা পরিবার থেকেই জন্ম নেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কি কঠোর শাসনের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যাবে বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ডিগ্রী না নিলেও পিতা, মাতা ও ভাইদের কাছ থেকে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত এমনকি ফার্সী ভাষা পরিবার থেকেই যত্নের সাথে শিখেছিলেন। ডঃ আনিসুজ্জামানের 'মুনীর চৌধুরী' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি মুনীর চৌধুরীর পিতা খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী তাঁর সন্তানদের যথাযথ দায়িত্ব নিয়ে কিভাবে মানুষ করে তুলেছিলেন।

সন্তানদের সুশিক্ষা দেবার ব্যাপারে অভিভাবকদের দায়িত্বের কোন বিকল্প নেই।